রমাকান্ত শুক্ল

উত্তরপ্রদেশের খুর্জানগরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর রমাকান্ত শুক্লের জন্ম। পিতা আচার্য শ্রীব্রহ্মানন্দ শুক্ল এবং মা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা শুক্ল। পারিবারিক সূত্রেই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হিন্দী এবং সংস্কৃত উভয় বিষয়েই কৃতিত্বের সাথে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। এরপর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিন্দী জৈনাচার্য রবিষেণকৃত পদ্মপুরাণ এবং তুলসীদাসকৃত রামচরিতমানসের তুলনাত্মক অধ্যয়ন করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর কৃতিত্বের সাথে অধ্যাপনা কার্য সমাপ্ত করেন ২০০৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ৬৫ বছর বয়সে। অনেক সম্মেলনে তিনি সম্মানের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। দিল্লীর দেববাণী পরিষদের সংস্থাপক। অর্বাচীন সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ে তিনি নিরলসভাবে কর্ম করে চলেছেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য – ভাতি মে ভারতম্, কালিদাসপুরাণম্, মহাকালমালিকা, চক্রব্যূহভঙ্গম্, অভিশাপম্, জয়ভারতভূমে ইত্যাদি। এছাড়া বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। আতঙ্কবাদবিরোধীবিষয়েও রচনা আছে। তিনি অনুবাদ বিষয়েও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বহু সম্মানে বিভূষিত তিনি। রাষ্ট্রপতি সম্মান, পদ্মশ্রী, কবিরত্ন এবং কালিদাসসম্মান, অখিল ভারতীয় মৌলিক সংস্কৃত রচনা পুরস্কার ইত্যাদি।

Unit-II Section-C

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের রাজগঢ় জেলাতে ১৯৪৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। পিতার নাম গোকুলপ্রসাদ ত্রিপাঠী ও মা শ্রীমতী গোকুল বাঈ। পিতামহ রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী। পিতা গোকুল প্রসাদ সংস্কৃত এবং হিন্দী সাহিত্যের পণ্ডিত, কবি ও সমীক্ষক। পিতা মধ্যপ্রদেশ শাসনের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগে সংস্কৃতের প্রাধ্যাপক ছিলেন। রাধাবল্লভের মাত্র তিন বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ

Scanned with CamScanner

হয় । পিতার সান্নিধ্যে জীবন ব্যয়িত হবার ফলে স্বল্প বয়সেই রাধাবল্লভের কারয়িত্ব প্রতিভার বিকাশ পরিলক্ষিত হয় ও জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৯৬৫ সালে মধ্যপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষাতে সারা প্রদেশে প্রথম স্থান লাভ করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে 'অমৃতলতা'-তে প্রকাশিত হয় তাঁর রচনা । ড. হরিসিংহ গৌর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগরে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন । তারপর নিউ দিল্লীতে (মানিত বিশ্ববিদ্যালয়) রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের উপাচার্য পদে ব্রতী হন।

সাহিত্যিক অবদানের জন্য অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন । সাহিত্য অকাদেমী সম্মান, কে.কে বিড়লা ট্রাস্ট হতে 'নাট্যশাস্ত্র বিশ্বকোষ' – এর জন্য শঙ্কর পুরস্কার, বেদব্যাস সম্মান এবং নাগপুরের কালিদাস সংস্কৃত অকাদেমী হতে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান লাভ করেন । জার্মানী, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে গিয়েছেন । ২০০২ হতে ২০০৫ পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডের শিল্পাকন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৬৭টির বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর । এছাড়া বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বহু গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন। সিমলার এডভান্স স্টাডি সেন্টারে মার্চ ২০১৪ হতে ২০১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রিসার্চ প্রোজেক্টে রত ছিলেন। এখনও তিনি সারস্বত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম।

তিনি বহু মৌলিকসাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল – প্রেমপীযূষম্, সন্ধানম্, লহরীদশকম্, সম্প্লবঃ, সংসরণম্, অভিনবশুকসারিকা, তণ্ডুলপ্রস্থীয়ম্, গীতধীবরম্, সুশীলানাটকম্, বিক্রমচরিতম্, উপাখ্যানমালিকা, অন্যচ্চ, স্মিতরেখা, তাণ্ডবম্, নাট্যমণ্ডপম্, সংস্কৃতনিবন্ধকলিকা, প্রেক্ষণসপ্তকম্, অভিনবশুকসারিকা, রুমীরহস্যম্, অভিনবকাব্যালঙ্কারসূত্রম্ ইত্যাদি। বহু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। তাঁর সম্পাদিত

Scanned with CamScanner

গ্রন্থগুলি হল ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র কী আচার্যপরম্পরা, সংস্কৃতসাহিত্য কা অভিনব ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য বীসবীং শতান্দী, নাট্যশাস্ত্রবিশ্বকোষ (চারখণ্ড), কালিদাস কী সমীক্ষা পরম্পরা ইত্যাদি।

হিন্দী ও ইংরেজী কাব্যের সংস্কৃতানুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। গদ্য, পদ্য এবং নাট্যরচনাতে তাঁর সমান দক্ষতা। সাহিত্যশাস্ত্র এবং নাট্যশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী।

তাঁর রচিত কিছু প্রখ্যাত রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল –

<u>প্রেক্ষণসপ্তকম্</u> –

এই নাট্যসংগ্রহে আছে সাতটি নাটক। সেগুলি হল – সোমপ্রভম্, মেঘসন্দেশম্, ধীবরশাকুন্তলম্, মুক্তিঃ, মশকধানী, গণেশপূজনম্ ও প্রতীক্ষা। সমস্ত নাটকগুলি সমসাময়িক সমস্যার উপর রচিত।

<u>সোমপ্রভম্</u> –

পণপ্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের দুঃখের কথা এই নাটকে বর্ণিত। পাঁচ বছরের মেয়ে সোমপ্রভার সাক্ষিদানের ফলে শ্বশুর শাশুড়ির অত্যাচারে অত্যাচারিত বিমলা কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল তার বিবরণ করুণ রসে জারিত করে রচিত হয়েছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত হয়েও নারী হবার অভিশাপ কিভাবে পীড়া দেয় ইত্যাদি চিরন্তন সমস্যার সাথে এই রূপকে ভারতীয় নারীর সহনশীলতা, ত্যাগ, প্রেম এবং আদর্শ ভাবনা ইত্যাদি লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

সোমপ্রভা এক পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। বিমলা এক চাকরি করা বিবাহিত মহিলা যার স্বামী অন্য শহরে চাকরি করেন। আর্থিক পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে বিমলার নিজের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। পুত্র না হবার দায়ে সে প্রতিনিয়তই নির্যাতিত হয়েছে। কন্যা সোমপ্রভা

Scanned with CamScanner

ছিন্ন কাপড়ের কারণে বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। পতি ও কন্যার অনুপস্থিতিতে শ্বশুর ও শাশুড়ী বিভিন্ন কারণে তাকে অত্যাচার করে এবং আগুনে জ্বালিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করে। সোমপ্রভা সব দেখে দৌড়ে যায় এবং এক পুলিশকে ডেকে নিয়ে আসে নিজের মার প্রাণ রক্ষা করার জন্য। এই নাটকে লেখক স্ত্রীদুর্দশা, পণপ্রথা ইত্যাদি অনেক সমস্যার প্রতি সঙ্কেত দিয়েছেন।

মেঘসন্দেশম্ -

অন্তঃপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতির পরিবেশের প্রতি কবি গভীর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন এই কাব্যে। এই প্রেক্ষণকে কালিদাসের মেঘদূতের নামকরণের ছায়ার উপর আশ্রয় করে সমসাময়িক প্রতিপাদ্য বিষয়ে কবি নবীন দৃষ্টিপাত করেছেন। এতে বর্ণিত পাত্র সৌরভের হৃদয়ে বর্ষার আগমনের প্রতি ব্যাকুলতার অতীব হৃদয়স্পর্শী।

ধীবরশাকুন্তলম্ –

যদিও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এক প্রাসঙ্গিক কথাবস্তুর উপর আধারিত তবুও এতে নবীন কথাবস্তুর সংযোজন করে কবি নবীন কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। ধীবরকে নায়করূপে এবং উহার প্রেমিকাকে নায়িকারূপে প্রস্তুত করে নায়িকার নাম শকুন্তলা রেখে অপূর্বতার সমাবেশ করেছেন। এতে সরল জেলের প্রতি ধূর্ত রাজপুরুষের অবাঞ্ছিত কথার বর্ণনা করে লেখক রাজনেতাদের ধূর্ত সেবকগণ যেরকমভাবে নিরীহ লোকেদের উপর প্রতারণা ও ব্যাভিচার করে তার চিত্র অসাধারণ মুন্সীয়ানায় উপস্থাপিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

গীতধীবরম্ –

এটি রাগকাব্য। যদিও লেখক এই কাব্য জয়দেবের অনুসরণে রচনা করেছেন কিন্তু নিজের পৃথিবীতল এবং ভাববোধ নির্মাণ করেছেন। প্রাচীনতা এবং নবীনতার মধ্যে অভিনব শৃঙ্খলার নির্মাণ করতে গিয়ে কবি জীবনের অনেক কিছু বলেছেন। নয়টি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যে অনেক গীতি অতি গম্ভীর এবং দার্শনিক। সাগর ও ধীবরের প্রতীকে কবি এই গ্রন্থে গম্ভীর এবং দার্শনিক পক্ষের উন্মেষ করেছেন। এটা নিশ্চয় কবির জীবনদৃষ্টির দ্যোতক।

Scanned with CamScanner

Unit-1

শ্রীকৃষ্ণ সেমবাল

১৯৪৪ সালের ৫ই জানুয়ারী উত্তরাঞ্চলের দেবভূমি চমোলীর হ্যূণ গ্রামে জন্ম। পিতা জ্যোতিষ কর্মকাণ্ড এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। অনেক সম্মানে বিভূষিত তিনি। দিল্লী সংস্কৃত অকাদেমীর সচিব হিসাবে তিনি কৃতিত্বের সাথে কাজ করেছেন। রাষ্ট্রপতি সম্মানে বিভূষিত। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য – পীযূষম্, ভীমশতকম্, বাগবৈভবম্, প্রিয়দর্শিনীয়ম্, সর্বমঙ্গলাশতকম্ ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস রথ

শ্রীনিবাস রথের জন্ম কার্তিক পূর্ণিমায় ১৯৩৩ সালে উড়িষ্যার পুরীতে। পিতা জগন্নাথ শাস্ত্রী একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীনিবাস ব্যাকরণ এবং

Scanned with CamScanner

সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন। বারাণসীর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় হতে আচার্য এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্যে দীর্ঘদিন রত ছিলেন। উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও কালিদাস সমারোহে মূল আয়োজকের ভূমিকা নেন তিনি। কালিদাস অকাদেমীর নির্দেশক ছিলেন। আকাশবাণী এবং রঙ্গমঞ্চের জন্য সংস্কৃত নাটকের নির্দেশনাও করেছেন। মধ্যপ্রদেশ সাহিত্য পরিষদ্ দ্বারা উরুভঙ্গের হিন্দী নাট্যে রূপান্তরের জন্য রাজশেখর পুরস্কার লাভ করেন। সংস্কৃতে অসাধারণ সেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল –

তদেব গগনং সৈব ধরা

বলদেবচরিতম্

নীচে এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল –

<u>তদেব গগনং সৈব ধরা</u> –

১৯৯০ সালে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান এই বইটি প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে এই গ্রন্থটির জন্য শ্রীনিবাস সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। একচল্লিশটি কবিতার সংকলন এটি। সমাজে মানুষের পরিবর্তনযুক্ত স্বভাব, ব্যবহার বিপর্য্যয়, সদাচারবিমুখতা, নেতাদের স্বার্থপরতা, যুবকদের মনে ব্যাপ্ত নিরাশাবাদ ইত্যাদিকে লেখক নতুন ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি কবির সংবেদনশীলতা এই কাব্যে প্রকাশিত। 'ভারতজননী' শীর্ষক কবিতায় ভারতমাতাকে সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে কবির। বিষয়বস্তুতে নবীনতা ও নব্যকাব্যশৈলী ইত্যাদিতে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যের 'উজ্জয়িনী জয়তে' কবিতাতে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'রক্ষ তদ্ ভারতম্' কবিতাতে সুন্দরভাবে ভারতের চিত্র

Scanned with CamScanner

অঙ্কন করেছেন লেখক এবং বারবার প্রার্থনা জানিয়েছেন সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য, যে ভারতে ঋগ্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ববেদ রচিত হয়েছিল। যেখানে সংস্কৃতভাষা দেববাণীরূপে সম্মানিতা, যেখানে ক্রৌঞ্চদুঃখে বিগলিত হয়ে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন এবং যেখানে হিমালয়, মন্দাকিনী, বিন্ধ্যপর্বত, নর্মদা, কৃষ্ণা, ভাগীরথী, গোদাবরী প্রবাহিত সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য। ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ভিন্ন, বেশভূষা ভিন্ন তবু লোকতন্ত্রের উদয়ে সবাই এক। সেই ভারতকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন লেখক। 'জয়তি সংস্কৃতভারতী' কবিতাতে সংস্কৃত ভাষার বিশালতার জয় ঘোষণা করেছেন। 'মধ্যপ্রদেশ জয় হে !' কবিতাতে মধ্যপ্রদেশের রত্নগর্ভ বসুন্ধরার বর্ণনা করা হয়েছে।

'আধুনিকে জীবনে' কবিতাতে আধুনিক জীবনকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন। আধুনিক জীবনের সৌন্দর্যদৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। জীবনে অধুনাতনে, কিং মধুনা, বিজ্ঞাননৌকা, পাহি মুকুন্দং হরে ইত্যাদি গীতির মধ্যে সাম্প্রতিক জীবনে ঘটমান আচারের বিপর্য্যয়, পুরুষার্থ বিপর্য্যয়, সাধারণ জনের প্রভাব ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীরথের গীতিকাব্যগুলিতে সাম্প্রতিক জীবনে পরিদৃশ্যমান দুরন্ত জীবনযাত্রা, নেতৃবর্গের স্বার্থান্ধতা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। 'বিজ্ঞাননৌকা' কবিতাতে কবি লিখেছেন সংস্কৃতের উপবনে দূর্বা শুকিয়ে গেছে, এখন ঘর ও অঙ্গনে সবাই ক্যাকটাস লাগায়। মানবসভ্যতা এখন সন্তপ্ত। পৃথিবীতে জীবজগতের রক্ষা এখন সংকটের মধ্যে।

'তদেব গগনং সৈব ধরা' কাব্যসংগ্রহে সংস্কৃতগীতরচনার মাধ্যমে অধুনাতন ভাববোধ এবং পারম্পরিক অভিব্যক্তির এক অনুপম চিন্তন প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় একতা, দেশভক্তি, নবজাগরণ, আধুনিক জীবনের নানা বিচিত্র বর্ণনা এতে পরিলক্ষিত হয়।

Scanned with CamScanner

'বিপত্রিত-জীবন-লতিকা'-তে নবীনতা এবং রহস্যাত্মক অনুভূতি দেখা যায়। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির মধ্যে শ্রী রথ লক্ষ্য করেছিলেন মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক গুরুত্বের অবক্ষয়। সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রীড়াঙ্গন হতে দূষণ দূর করতে লেখক গীতিকাব্যে বর্ণনার উপর জোর দিয়েছেন।

বলদেবচরিতম্ –

'বলদেবচরিতম্' নামক মহাকাব্যটি 'দূর্বা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য বলদেব উপাধ্যায়ের শিষ্য লেখক নিজের গুরু আচার্য বলদেব উপাধ্যায়ের চরিত্রকে আশ্রয় করে এই মহাকাব্যটি রচনা করেছেন। মহাকাব্যের সর্গের নাম হতেই কথাবস্তুর সঙ্কেত নিজে নিজেই পরিস্ফুট হয়। সেগুলি হল –

শ্রীবলদেবাবতারঃ
কর্জনবিজৃম্ভিতম্
বারাণসীনিবর্তনম্
মন্ত্রদৃষ্টিঃ
বর্ষাবিলাসঃ

কবিমনে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রথম থেকে অন্তিম পর্যন্ত দেখা যায়। কাব্যের আরম্ভে শ্রীগণেশকে নমস্কার করেছেন কবি। এই মহাকাব্যে বর্ণনাত্মক প্রসঙ্গ মনোরম। এই মহাকাব্যটি সহৃদয়হৃদয়মনোগ্রাহী।

শ্রী নিবাস রথ ১৯৯৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত দশম বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনে সংস্কৃত কবি সম্মেলনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০১৪ সালের ১৩ই জুন উজ্জয়িনীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

Scanned with CamScanner

হরিদত্ত শর্মা

হরিদত্ত শর্মা উত্তরপ্রদেশের অলীগড় জনপদের হাথরস নামক নগরে ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা লহরিশংকর শর্মা এবং মাতা হরপিয়ারী দেবী। সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। প্রায় ৪৪ বছর ধরে ভারত এবং বিদেশের বহু জায়গাতে সংস্কৃত চর্চা করে চলেছেন। ইউ.জি.সি. এর 'কালচারেল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে' তিনি জার্মান ও ফ্রান্সে গেছেন। থাইল্যাণ্ডের শিল্পাকন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে কাজ করেছেন তিন বৎসর। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি হল – গীতকন্দলিকা, উৎকলিকা, ত্রিপথগা ইত্যাদি। তিনি বহু সম্মানে বিভূষিত। সাহিত্য অকাদেমী সম্মানে বিভূষিত 'লসল্লটিকা' গ্রন্থের জন্য। ২০১৫ সালে রাষ্ট্রপতি সম্মানে সম্মানিত হন তিনি। তিনি বহু আন্তর্জাতিক সম্মানের অধিকারী।

হর্ষদেব মাধব

জন্ম ১৯৫৪ সালের ২০ অক্টোবর, গুজরাটের ভবনগরের বর্তেজে। পুরো নাম হর্ষবদন মনসুখলাল জনি। লেখকী নাম হর্ষদেব মাধব। সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংস্কৃতে এম.এ. ১৯৮১ সালে। তারপর ১৯৯০ সালে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। গুজরাটি, সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি অনেক সম্মান লাভ করেছেন। যেমন – ১৯৯৪ সালে গুজরাট সংস্কৃত অকাদেমী সম্মান, ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে ভারতীয় ভাষাপরিষদ্ সম্মান, ২০১০ সালে গুজরাটে সাহিত্য গৌরব পুরস্কার ইত্যাদি। সংস্কৃতভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল –

Scanned with CamScanner

অলকানন্দা, ক্রুগয়, বৃহন্নলা, নবরসাদিশ্চঃ স্বপ্নমায়াপর্বতঃ, নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে, বুদ্ধস্য ভিক্ষাপাত্রে ইত্যাদি ।